যুগান্তর

তারিখ 05 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

একাডেমিক ভবনের ছাদে ফোন কোম্পানির চার টাওয়ার, ফাটল

হাসান আদিব, *রাবি*

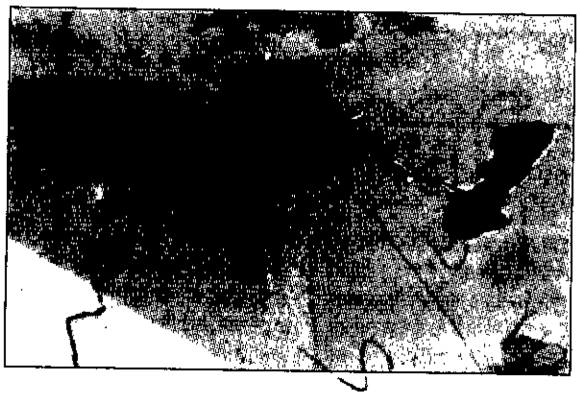

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) একাডেমিক ভবনের এক ছাদে মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের চারটি টাওয়ার স্থাপনে ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্র কলা ভবনের মধ্য ব্লকে গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি ও টেলিটকের নেটওয়ার্ক টাওয়ার রয়েছে। মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ একাডেমিক ভবনের ছাদে এসব টাওয়ার স্থাপন করতে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভবনের প্রায় সবক'টি কক্ষে নিয়মিত ক্লাস চলে। শ্রেণীকক্ষ বাদে অন্য কক্ষগুলো শিক্ষকদের চেম্বার ও ছাত্রীদের বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে ভূমিকম্প বা যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার শংকায় রয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। একই ভবনের ছাদে চারটি টাওয়ার স্থাপনকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনা জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা।

তবে চারটি বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা এসব টাওয়ার বসাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তির অর্থের বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল দফতর টাওয়ার স্থাপনে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে জানাতে নারাজ।

১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল রবীন্দ্র ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ছয়তলার ফাউন্ডেশন করা হলেও মধ্য ব্লক চারতলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়। চারতলাবিশিষ্ট ভবনটির মধ্য ব্লকের ৪০৯ ও ৪১১ নম্বর কক্ষের পিলারে বড় ধরনের ফাটল ধরেছে। ঠিক ওই দুটি কক্ষের উপরে রয়েছে 'রবি' ও 'টেলিটক'-এর নেটওয়ার্ক টাওয়ার। ৪১১ নম্বর কক্ষের সোজা তিনতলার ৩৭১ নম্বর কক্ষেও দেখা দিয়েছে ফাটল। মধ্য ব্লকে বাংলালিংক ও গ্রামীণফোনেরও টাওয়ার রয়েছে। টাওয়ারের নিচে মধ্য ব্লকে পাঁচটি বিভাগের নিয়মিত ক্লাস চলে। এ ছাড়া বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বেশ কয়েকজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত চেম্বার এবং বিভাগী অফিস রয়েছে।

ফাটল ধরা শ্রেণীকক্ষে ক্লাস করেন ফিন্যান্স বিভাগের এমন ৮-১০ জন শিক্ষার্থী যুগান্তরকে জানান, নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষাসহ এখানে বেশি সময় অবস্থান করেন তারা। ভবনে যেভাবে ফাটল ধরেছে, তাতে শংকায় থাকা স্বাভাবিক। ভূমিকম্প বা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় যদি প্রাণহানি হয়, এর দায়ভার নেবে কে? প্রশ্ন রাখেন তারা।

ওই বিভাগের দু'জন শিক্ষক বলেন, মোটা অংকের অর্থ আয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যেভাবে ঝুঁকি ও শংকার মধ্যে রেখেছেন, তা যৌক্তিক নয়। ভবন কতটা শক্তিশালী সেটা দেখার বিষয় নয়, চারতলাবিশিষ্ট ভবনের একটি ব্লকের ছাদে চারটি টাওয়ার দেয়া অযৌক্তিক। দ্রুত এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তারা। রাবি

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

একাডেমিক ভবনের ছাদে ফোন কোম্পানির চার টাওয়ার, ফাটল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. শাহ্ আজম বলেন, বিষয়টি শুনে আমিই উদ্বিগ্ন হচ্ছি। শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন হবে, এটা স্বাভাবিক। বাণিজ্যের জন্য একটি ব্লকের ওপর এতগুলো টাওয়ার কেন? শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে প্রশাসনকে আমরা ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানাব।

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন ও ভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক শিবলী সাদিক বলেন, এটা ঠিক যে, ভবনের একটি ব্লকের ছাদের ওপর এতগুলো মোবাইলের টাওয়ার বসানো ঠিক হয়নি। তবে ফাটলের বিষয়ে জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তবে টাওয়ার স্থাপনে ফাটল ধরেছে, এমন যুক্তির সঙ্গে একমত নন রাবির ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী সিরাজুম মুনীর। তার দাবি, টাওয়ারের কারণে ভবন ঝুঁকিপূর্ণ— এটা ঠিক নয়। ভবনটি আরও তিনতলা উঁচু করার মতো সক্ষমতা রয়েছে। তবে তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে ভবনের ওপর টাওয়ার থাকা উচিত নয়। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব সময় আমাদের পরামর্শ নেয় না।

তবে রাবির প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, ভবনটি অনেক পুরনো। যখন নির্মাণ করা হয়, তখন মোবাইল টাওয়ারের মতো ভারি জিনিস বসানোর চিন্তা কোনো প্রকৌশলীর মাথায় ছিল বলে আমি মনে করি না। কিসের বা কাদের মতামতের ভিত্তিতে এক ভবনের ছাদে চারটি বড় বড় টাওয়ার বসানোর অনুমতি কর্তৃপক্ষ দিয়েছে তা বোধগম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব মাস্টারপ্লানে চলে, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরডিএ) কোনো অনুমোদন লাগে না।

ভিসি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন বলেন, ওই ভবনের কোনো সমস্যা থাকলে অনুষদের ডিন, শিক্ষকদের মাধ্যমে বিষয়টি অফিসিয়ালি আসতে হবে। কী কারণে ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেটাও চিঠির মাধ্যমে জানাতে হবে। তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।